চার বিঘা জমিতে বাস ৭০ পরিবারের

বাংলাদেশ জন্ম ইতিহাসের প্রবেশদ্বার মেহেরপুরের মুজিবনগর। এই পবিত্র ভূমিতে নানা ধর্ম-বর্ণ, মত-পথ, সম্প্রদায়ের বসবাস। সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রাম-এখানেই বসবাস করছে দাস সম্প্রদায়ের ৭০টি পরিবারের ২৬০জন মানুষ। স্থানটি দাসপাড়া হিসেবে পরিচিত। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের চলতে হয় ভগবানের উপর ভরসা করে।

অনুসন্ধানে যতটুকু জানা যায় প্রায় শতবছর ধরে এখানে দাসদের বসবাস। পাশের জেলা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা, জগন্নাথপুর, মেহেরপুরের শিবপুর, ভবানন্দপুর, গাড়াডোব থেকে উঠে এসে জীবিকার তাগিদে, এখানে বসতি গড়ে তোলে। প্রথম দিকে ১০/১২টি পরিবার থাকলেও বর্তমানে পরিবার সংখ্যা ৭০টি। দাস সম্প্রদায় তিন ভাগে বিভক্ত যেমনÑ ঋষি সম্পাদয়, রুহি সম্প্রদায় এবং কৈবর্ত সম্প্রদায়। তবে এখানে সবাই ঋষি সম্প্রদায়ের মানুষ।

এদের প্রধান পেশা ক্ষুদ্র বাঁশ-শিল্প। বাঁশের তৈরি সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় ভাষায় ঝুড়ি, টুকা, শরপস বা খাচি, চাটায়, হাস মুরগী রাখার জন্য এক ধরনের টাপা/ঝুড়ি, আম মৌশুমে আম বহন করার জন্য বিশেষ ঝুড়ি সহ নানান সৌখিন সামগ্রী। পুরুষদের পাশাপাশি বাড়ির বউ, লেখাপড়া করা সন্তানেরাও এই কাজে সাহায্য করে থাকে। ৫০ থেকে ৪০০ টাকা দামের ঝুড়ি এখানে তৈরি হয়। কেউ কেউ অতিরিক্ত উপার্জনের জন্য ভ্যান চালায়। আধুনিকতার সাথে তাল রেখে আশঙ্কাজনক হারে কমে আসছে কুলা, ঝুড়িসহ বাঁশের তৈরি অনান্য সামগ্রীর ব্যবহার। প্লাস্টিকের ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে একমাত্র বাঁশের কাজ জানা এই সম্প্রদায়ের মানুষ গুলো বেশ অর্থ কষ্টে ভুগছে। অর্থ কষ্টের কারণে বিভিন্ন সময় কেউকেউ ধর্মান্তরিত হয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ একটু উন্নত জীবনের আশায় ভারতেও পাড়ি জমিয়েছে।

দাসপাড়ার ৭০ পরিবারের মোট জমির পরিমাণ ৪ বিঘা মতো হবে। বেশিরভাগ পরিবারেরই এক কাঠা করে জমি, কয়েক জনের আছে ৩ কাঠা এবং একমাত্র মকুচ চন্দ্র দাসের আছে ৫কাঠা জমি। মাঠে চাষের জমি ১ জনেরও নাই। প্রত্যেকের বসবাসের ঘরগুলো চাটায়ের বেড়া উপরে টিন

কারো বা আঁধাপাকা ইটের গাঁথুনি উপরে টিন।
স্থানীয় ইউপি সদস্য দরুদ আলী বলেন- এদের আর্থিক অবস্থা ভালো না। বিভিন্ন এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসায় লাগায়, এরা মানুষ ভালো, কারো সাথে কোন বিরোধে জড়ায় না। ‘জমি আছে ঘর নাই’ প্রকল্পের অধীনে ২০১৯-২০ অর্থবছরে তেতুল দাস ও পারুল দাসকে ঘর করে দেওয়া হয়েছে। আরও ১০ টা পরিবারকে ঘর দেয়া হবে, অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

দাস সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়াতেও আগ্রহী হয়েছে। সুদেব কুমার দাস, নয়ন কুমার দাস, উজ্জ¦ল কুমার দাস এই তিনজনই কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে থেকে একাউন্টিং এ অনার্স মাস্টার্স শেষ করেছে ৪ বছর আগেই। যদিও কোথাও এখনো চাকরি হয়নি। সুদেব কুমার দাসের আক্ষেপ-নিকট আত্মীয় অথবা টাকা না থাকলে চাকরি পাওয়া কঠিন। এখন বাঁশের কাজ করছি আর প্রাইভেট ফার্মে চাকরির চেষ্টা করছি, ভগবান হয়ত একদিন কৃপা করবে। সুমন দাস, চুমকী দাস, সীমান্ত দাস কলেজে পড়ছে। স্কুলেও যাচ্ছে ২০/২৫ জন ছেলে মেয়ে।

অল্প জায়গাতে বসবাস হওয়া সত্ত্বেও দাসপাড়ার মানুষদের প্রার্থনার জন্য একটি মন্দীরের জায়গা আছে। চাটাইয়ের বেড়া উপরে টিন দিয়ে ঘর করে সেখানেই প্রতি বছর মহা উৎসবে দূর্গাপূজা হয়ে থাকে। প্রায় ৪০ বছর ধরে এখানে দূর্গাপূজা অনুষ্টিত হচ্ছে। মন্দীরের নাম দাসপাড়া কালী মন্দির। মন্দীরের সভাপতি মুকুল চন্দ্র দাস বললেন, এ বছরে সরকার আমাদের মন্দীর নির্মাণের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। ভগবানের কৃপায় অচিরেই কাজ শুরু করবো। মুকুল চন্দ্র দাসের বয়স হয়েছে বিধায় দাসপাড়ার গোষ্টি প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে মাধব চন্দ্র দাস। নিজেদের মধ্যে বিচার শালিসসহ শৃঙ্খলা ধরে রাখার জন্যে নিজেদের তৈরি কিছু আইন কানুন বিধি নিষেধ আছে যা এখানে সকলেই মেনে চলে। মাধব চন্দ্র দাস বলেন- আমরা গরীব- ভগবানে’র কাছে আমরা সবসময় প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ভালো রাখেন। আমরা নিচু শ্রেণী হলেও ভগবান আমাদের সাথে আছেন। এখন দূর্গাপূজা শুরু হয়েছে দাসপাড়ার মানুষ সকলেই আনন্দের সাথে পূজা উদযাপন করছে। করোনার কারণে সরকারের বিধি নিষেধও মেনে চলতে হচ্ছে।

লক্ষণ দাস বলেন- আমার এক ছেলে এক মেয়ে। একজন ৮ম ও একজন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে। আমি বাঁশের কাজের পাশাপাশি ভ্যান চালাই। সবমিলিয়ে ৭-৮ হাজার টাকা মাসে আয় হয়। সংসার চালিয়ে ছেলে মেয়েকে পড়ার খরচ দিয়ে ভগবানের কৃপায় ভালো আছি।

দাসপাড়ার নিকটেই শ্মশানঘাট সেখানেই তাদের মরদেহ মাটি দেয়া হয়। দাস সম্প্রদায় মরদেহ দাহ করে না।
দীর্ঘদিন থেকে দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করে আসা এই সম্প্রদায় অনেকটা হতাশাগ্রস্ত। দেশ সমাজ এমনকি তাদের জন্মের প্রতিও তারা বিতশ্রদ্ধ। দারিদ্র ও নানান প্রতিকুলতার কষাঘাতে এই সম্প্রদায়টি আজ দেশ, গোত্র, ধর্ম ত্যাগ করলেও তাদের প্রতি আজকের আধুনিক সমাজ তথা সমাজপতিরা কতটুকু নিরাপত্তা দিতে পেরেছে- পেরেছে পাশে দাঁড়াতে। তাদের নির্ভরতা সেই ভগবান ছাড়া আর কেউ নাই।

আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলাম জানান, বামনপাড়ার দাস পল্লিতে বসবাসরত সদস্যরা অন্যান্যদের মত বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বিধাব ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মন্দীরের পাকাকরণের ভিত ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বাশ শিল্প কুটির শিল্প। ইউএনও মহোদয়ের সাথে কথা বলে তাদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল

কলুর ঘাড়ে ঘানি, চোখের ওপর মোটা কাপড়ের পর্দা দেয়া কলুর বলদ চলছে। কাঠের তৈরী ঘানিটা ঘুরছে, আর সরিষা পিষেতা থেকে তেল বেরুচ্ছে। ধীরে ধীরে মাটির পাত্রে সরিষার তেল। এভাবে তৈরি হয় খাঁটি সরিষার তেল। এর ঝাঁঝালো গন্ধে চোখে পানি এসে যায়।

বলছিলাম কুষ্টিয়ার কুমার খালী উপজেলার শেরকান্দি গ্রামের বাসিন্দা মিজানুর রহমানের কাঠের ঘানিতে সরিষার তেল তৈরীর কথা। কয়েক বছর আগেও একমাত্র এই ঘানি ভাঙানো সরিষার তেল দিয়েই মিটতাসে কল পরিবারের তেলের চাহিদা।

বর্তমানে এখন আর এই ঘানি প্রত্যন্ত গ্রামে ও খুজে পাওয়া যায় না। তাই খাঁটি সরিষার তেলও মেলে খুব কম। বর্তমানের ভেজালের দিনে শতভাগ খাঁটি জিনিস খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এ কারণে তার ক্রেতা ও বেশি।

শুধু এলাকার মানুষ তার এ খাঁটি তেল কেনেন না, জেলা শহর থেকেও

আজকের বিন্দু বিন্দু জল সমুদ্র না হলেও পুকুর হয়ে যেতে পারে…

বেকারত্ব একটি অভিশাপ। আমারও বেকার দিনগুলির কথা মনে পড়লে অনুধাবন করি কষ্টের যাতনা।

তবে একটি অভিজ্ঞতা হয়েছে, একটি সময়ের পর মহান আল্লাহ তায়ালা কাউকেও বেকার রাখেন না। তিনি কাকে কি রিজিক দিবেন, কিভাবে সম্মানিত করবেন তা নির্ধারিত আছে।আমাদের কাজ হচ্ছে চেষ্টা করে যাওয়া। হতাশ হওয়া যাবে না। পাখি যেমন ভোরে বের হয় রিজিকের সন্ধানে সে জানে না কি তার রিজিক, সৃস্টিকর্তা তার জন্যও একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন।তেমনি মানুষের কেউই জানে না কি তার নির্ধারিত।

আমি নিজেও কখনো ভাবি নি যে আমি ব্যবসা করব।আমার জীবনে আমি অনেককেই বেকারত্বের কারনে ভুল পথে চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু ধৈর্য্যহারা হলে হবে না।

Intention, integrity, hardworking, loyalty to almighty Allah এইগুলি থাকলে আপনি নিশ্চিত জয়ী হবেন।আপনার যা আছে তাই নিয়ে শুরু করুন না, দেখবেন আজকের বিন্দু বিন্দু জল গভীর সমুদ্র না হলেও একটি পুকুর হয়ে যেতে পারে।

আমার যা আছে, কাল বিলম্ব না করে তাই দিয়েই শুরু করতে হবে। ধরুন, আমার সঞ্চয়ে তিন লাখ টাকা জমা হয়েছে। আমি সেটা কাজে লাগাবো। মেহেরপুরে দুই লাখ দিয়ে ৩ টা গাভী কিনবো। ৩ টা গাভীতে দিনে কতটুকু দুধ হয়? মনে হয়, ৪৫ কেজি যার দাম ১৭০০ টাকা, ভরণ পোষণ খরচ সব বাদ দিলেও শুনলাম ১০০০ টাকা দিনে আয় হবে। বাকি ১ লাখ টাকা দিয়ে কবুতর পালন করলে তা থেকেও দিনে ৫০০ টাকা থাকবে। অর্থাৎ মাসে ৪৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব। না হয় আরও কিছু কম।

চাকরি করে আর কয় টাকা হয় এগুলোতে তো দেখছি আরো লাভ। এইসব ক্ষেত্রে সরকারী ঋণও পাওয়া যায় সুদবিহীন। একটু মনযোগী হলে আস্তে আস্তে বড় খামারে পরিনত করা যেতে পারে। একদিন আমি হবো একটি বড়

খামারের মালিক। আর বসে থাকা যাবে না। আমার যে পুজি আছে তাই নিয়ে নেমে পড়ি। আমার চেষ্টা আর আল্লাহতালার সহায়, আর কে ঠেকায়।।।।।।।

আল্লাহ তায়ালা যেন বেকারদের বেকারত্বের হাত থেকে মুক্তি দিন, আমিন।

লেখক: প্রকাশক, মেহেরপুর প্রতিদিন ।

মৌবনের রেখা খাতুন পেলেন বিভাগীয় পর্যায়ে জয়ীতার সম্মাননা

কুষ্টিয়ার বিশ্বস্ত খাবার প্রতিষ্ঠান মৌবনের রেখা খাতুন পেলেন খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে জয়ীতার সম্মাননা।

গতকাল মঙ্গলবার খুলনা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে তার হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার ড. মু: আনোয়ার হোসেন হাওলাদার।

খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে ‘নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছে যে নারী’ ক্যাটাগরিতে জয়িতা রেখা খাতুনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। খুলনা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় আয়োাজিত বিভাগীয় পর্যায়ের ‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আবদুল খালেক।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন) সৈয়দ রবিউল আলম, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার হোসেন আলী খন্দোকার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) মো. হাবিবুল হক খান এবং খুলনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মো. ইকবাল হোসেন, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর খুলনা কার্যালয়ের উপপরিচালক নার্গিস ফাতেমা জামিন।

অনুষ্ঠানে রেখা খাতুনসহ আরও বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সম্মাননা ক্রেস্ট, সনদ ও পুরস্কারের নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
প্রসঙ্গত, জীবনযুদ্ধে সফল এক জয়িতা নারী রেখা খাতুন কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়া এলাকার বাসিন্দা। কোন কিছু বুঝে উঠার আগেই বিয়ে হয়ে যায় তার। বছর গড়াতেই সন্তানের মা হন তিনি। স্বামীর সংসারে নেমে আসে চরম দুর্দিন ও হতাশা। পরিবারে সাংসারিক ঝগড়াকলহ চলতে থাকতো। কয়েক বছরের মাথায় আবারো গর্ভবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ হয় রেখা খাতুনের।

সংসার ভেঙে গেলে ফিরে আসে বৃদ্ধ পিতা-মাতার বাড়িতে। সেখানে দরিদ্র ও অসহায় পিতার সংসারে অসহায় ও একাকীত্ব জীবনযাপন করতে থাকেন। শুধু তাই নয়, বাবা মায়ের বড় সন্তান হওয়ায় রেখার দায়িত্ব যেন আরো বেড়ে যায়। নিজের সন্তান ও ছোট ভাইবোনদের মানুষ করতেই রেখার শুরু হয় সংগ্রামী জীবন। নিজেকে স্বাবলম্বী করতে নয়, একবেলা দুমুঠো আহার তুলে দিতে রেখা শুরু করেন ঝিয়ের কাজ।

হঠাৎই কুষ্টিয়ার খাবার প্রতিষ্ঠান মৌবনে কাজ নেয় সে। তারপর আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে সেখানে রান্নার কাজ দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার সাফিনা আঞ্জুম জনির ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টায় তাকে রাধুনীর কাজে সম্পৃক্ত করা হয়। ধীরে ধীরে সে দক্ষ রাধুনী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলে।

এভাবেই জীবনযুদ্ধে নিজে এখন স্বাবলম্বী হয়েছে। ছোট ভাইবোনদের বিয়ে দিয়েছেন। নিজের দুই মেয়েকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। সংসারে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই রয়েছে রেখা খাতুন।

মেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহ সরকারি কারিগরি

[redacted]

‘[redacted], [redacted], [redacted]’ [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

[illegible]

[illegible] ([illegible]) ‘[illegible]’ [illegible]

[illegible]: [illegible] ([illegible])

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] ([illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] [illegible])

[illegible]: [illegible],[illegible]-[illegible],[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]-[illegible]

[illegible]: [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible] bpdb.teletalk.com.bd [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

বেঙ্গল গ্রুপে এইচএসসি পাসে ১০০ জনের চাকরি

বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজে ‘সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ (এসআর)’ পদে ১০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ

পদের নাম: সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ (এসআর)

পদসংখ্যা: ১০০ জন

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি/স্নাতক

অভিজ্ঞতা: ০১-০২ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

বয়স: ১৮-৩০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা jagojobs.com এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জানুয়ারি ২০২০

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

মেপ্র/ আরপি

বাংলাদেশ চা বোর্ডে ২০ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিটিআরআই) ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটে (পিডিইউ) ২০টি পদে ৩৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ চা বোর্ড

চাকরির ধরন: অস্থায়ী

বয়স: ৩০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ১৮-৩০ বছর। বিশেষ ক্ষেত্রে ৩২-৪০ বছর

আবেদনপত্র সংগ্রহ: আগ্রহীরা www.teaboard.gov.bd থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

আবেদনের ঠিকানা: সচিব, বাংলাদেশ চা বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ১৭১-১৭২, বায়েজিদ বোস্তামী সড়ক, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম-৪২১০।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ জানুয়ারি ২০২০

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

মেপ্র/ আরপি

[illegible]

[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]/[illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible],[illegible]-[illegible],[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]-[illegible]

[illegible]: [illegible] http://dnc.teletalk.com.bd [illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible]

মেপ্র/ আরপি

কর্পোরেট সেলসে চাকরি দিচ্ছে আরএফএল

বহুজাতিক শিল্প প্রতিষ্ঠান আরএফএল গ্রুপে ‘এক্সিকিউটিভ-কর্পোরেট সেলস’ পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।

প্রতিষ্ঠানের নাম: আরএফএল গ্রুপ

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ-কর্পোরেট সেলস

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে স্নাতকোত্তর/মার্কেটিংয়ে এমবিএ/সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি

অভিজ্ঞতা: ০২-০৩ বছর

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

চাকরির ধরন: ফুল টাইম

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ

বয়স: ২৩-৩০ বছর

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা jagojobs.com/sales-marketing/112582 এর মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২০

সূত্র: জাগোজবস ডটকম

□□□□□/ □□□□